SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Special Issue, (December) 2025

শাস্ত্র, পুরাণ ও ঐতিহাসিক দলিলের আলোকে প্রাচীন ভারতে তৃতীয়লিঙ্গের স্থান

Rupjit Bose
Senior Research Fellow
Department of Sahitya
Central Sanskrit University, New Delhi, India
Email: rupjitbose84@gmail.com

Abstract: প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিকে আমরা জানতে পারি বেদ, উপনিষদ্, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে। এতে প্রাচীন ভারতের সমাজ সংস্কৃতি যেমন জানা যায় তেমন তৎকালীন মানবজীবন সম্পর্কে আসল সত্যের সাথে পরিচয় হওয়া যায়। সেখানে নারী-পুরুষের বর্ণনা যেমন আছে, তেমনি সমাজের স্বাভাবিক অংশ হিসেবে তৃতীয়লিঙ্গের মানুষেরও ভূমিকা, আচার-আচরণ, জীবিকা, যৌন প্রবৃত্তি বিশদে বর্ণিত হয়েছে। সভ্যতার প্রারম্ভিক যুগ থেকেই সমাজে প্রতিফলিত হয়েছে LGBTQ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব। হাজার হাজার বছরের লাঞ্ছনা, অবমাননা, বৈষম্যতা, পরনির্ভরশীলতার পর আজ তাদের সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত। আজ তাদের নিজস্ব পরিচয় তারা 'Third Gender'।

Keywords: তৃতীয়লিঙ্গ, তৃতীয়াপ্রকৃতি, তৃতীয়সত্তা, LGBTQ

সৃষ্টির আদিকাল থেকে অদ্যাবধি পুরুষ বা নারীর মতো তৃতীয়লিঙ্গের উপস্থিতি কখনোই সমাজের দৃষ্টিতে স্বাভাবিক ছিলনা। একটা কথা বলতে পারি যে, তৃতীয় লিঙ্গ সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের বীজ রোপিত হয়েছিল সভ্যতার প্রারম্ভেই। ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, কামসূত্র, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে প্রত্যক্ষভাবে তৃতীয় লিঙ্গের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। তৃতীয় লিঙ্গ পদটি এমন ব্যক্তি সত্তাকে নির্দেশ করে যারা জৈবিক ভাবে পুরুষ বা স্ত্রী কোনোটিই নয়, তারা একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়, যাদের মধ্যে পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়েরই সংমিশ্রণ আছ। তবে এই লিঙ্গবৈচিত্র্যটি সামাজিকভাবে স্পষ্ট নয়। তৃতীয়লিঙ্গ সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকগুলি সত্তা বর্তমান। এখন আবার Identity term হিসেবে 'Transgender' বা 'Third Gender' শব্দটির প্রয়োগ হচ্ছে। এক কথায় বলা যায় যারা জন্মসূত্রে শারীরিকভাবে বা মানসিকভাবে সাধারণ নারী-পুরুষের থেকে ভিন্ন পরিচয় বহন করে তাদের এই 'তৃতীয়লিঙ্গ' বলা হয়ে থাকে। আধুনিক সমাজে তৃতীয় লিঙ্গের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এই তৃতীয় লিঙ্গ সম্প্রদায়কে হিজরা, কিন্নর, থিরুনাম্বি, জোগাপ্পা, মঙ্গলামুখী, শিবশক্তি, অর্ধলিঙ্গি প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করা হয়। তৃতীয়লিঙ্গ কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট সত্তাকে বোঝায় না। এদের মধ্যে Intersex, Cross dresser, Transsextual, Gender fluid, Hijra —এই সত্তা গুলি বর্তমান। এই প্রতিটি সত্তা biologically sex chromosome এর কারণে একটি অন্যটির থেকে পৃথক। বর্তমানে তৃতীয় প্রকৃতির মানুষদের Umbrella Term হিসাবে 'LGBTQ+' এর ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে ভারতে তথা সমগ্র বিশ্বে LGBTQ+ বিষয়ে আলোচনা বেশ প্রাসঙ্গিক। এই LGBTQ দ্বারা Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queerকে বোঝায়। এর প্রতিটি পারিভাষিক শব্দ তৃতীয়লিঙ্গ সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন সত্তাকে ইঙ্গিত করে। '+' চিহ্নটি আরও অতিরিক্ত তৃতীয় প্রকৃতির কিছু মানুষকে ইঙ্গিত করে, যাদের 'LGBTQ' মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। যেমন —Intersex Asexual, অর্থাৎ 'LGBTQIA+'।

ভারতীয় সভ্যতার প্রারম্ভিক যুগ বলতে আমরা বৈদিক যুগকে মনে করি। সেই সুপ্রাচীন বৈদিক কাল থেকেই পুরুষ এবং নারীর মতো তৃতীয় লিঙ্গের অস্তিত্ব ছিল খুবই স্বাভাবিক। পুরাণ, শাস্ত্রাদি গ্রন্থগুলিতে তৃতীয় প্রকৃতির স্বাভাবিক অস্তিত্বই উল্লেখিত হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যানুযায়ী প্রকৃতি বা পরিবেশ অনুসারে যৌনতা এবং লিঙ্গ স্পষ্টতই বিভাজ্য ছিল। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে

পুরুষের থেকে জগতের সৃষ্টি হয়েছে। যে গর্ভধারণ ক্ষমতা কেবলমাত্র নারী শরীরে লক্ষ্য করা যায় সেখানে স্ত্রী ব্যতীত পুরুষ থেকে জগতের সৃষ্টি সত্যিই অবাক করে দেয়। সেখানে বলা হয়েছে পুরুষের থেকে ব্রহ্মাণ্ড রূপ শরীরের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই শরীরকে আশ্রয় করে ব্রহ্মাণ্ডদেহাভিমানী দেবতা উৎপন্ন হয়েছিলেন। তারপরে ভূমি এবং জীবদেহ সকল সেই পুরুষের থেকে সৃষ্টি হয়েছে।[1] এককভাবে পুরুষের থেকে জগতের সৃষ্টি তৃতীয় সত্তার ইঙ্গিত দেয়। আবার ঋগ্বেদে বর্ণিত হয়েছে এই বিরাট পুরুষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণের, তার বাহুদ্বয় থেকে ক্ষত্রিয়ের এবং তার ঊরুদ্বয় থেকে বৈশ্যগণের এবং পাদ যুগল থেকে শূদ্রগণের সৃষ্টি হয়েছিল।[2] ঋগ্বেদে সৃষ্টির দেবতা প্রজাপতিকে গর্ভধারী রূপে এবং আমরা বিভিন্ন ভূমিকায় একজন পুরুষ মা হিসেবে লক্ষ্য করি। স্বয়ং হিরণ্যগর্ভ পৃথিবীর জন্মদাতা, যাঁর ধারণ ক্ষমতা যথার্থ, যিনি আকাশকে উৎপন্ন করেছেন এবং যিনি আনন্দ বর্ধনকারী বিশাল জলরাশিকে সৃষ্টি করেছেন।[3] এখানেও সেই পুরুষের দ্বারা জগতের জন্মের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এখন প্রশ্ন এমনকি কোন তৃতীয় সত্তার অস্তিত্ব ছিল, যেখানে পুরুষের বৈশিষ্ট্য এবং নারীর গর্ভধারণ ক্ষমতা উভয়ই বিদ্যমান ছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে সর্বপ্রথম তৃতীয় লিঙ্গ বিষয়ে 'নপুংসক' শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। বৈদিক যুগে নারী এবং ক্লীবরা একসঙ্গে নৃত্যে অংশ গ্রহণ করতো। এরপর ধীরে ধীরে ক্লীবের পরিচয়ে পরিবর্তন আসে। একশ্রেণীর লম্বা চুল যুক্ত নৃত্যশিল্পী অথর্ববেদে দৃষ্ট হয়। সেই যুগে এই তৃতীয় লিঙ্গ সম্প্রদায়ের মানুষদের নৃত্যশিল্পী হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। বিখ্যাত ঐতিহাসিক Romila Thapar এর 'Ancient India' গ্রন্থ থেকে জানা যায় বৈদিক যুগের নারী পুরুষের মধ্যে তেমন বৈষম্যতা ছিল না। নারী-পুরুষ উভয়েরই লম্বা চুল ছিল। বৈদিক যুগে পুরুষেরাও নারীদের ন্যায় সমভাবে গয়নার অধিকারী ছিলেন। বৈদিক যুগের কোন শূদ্র বংশোদ্ভূত ব্যক্তি ব্রাহ্মণকন্যার সাথে সহবাস করলে তার শাস্তি স্বরূপ লিঙ্গ ছেদনের দ্বারা তাকে নপুংসক করা হতো। তৃতীয় লিঙ্গের অস্তিত্বের সবথেকে বড় প্রমাণ এই নপুংসকীকরণ অর্থাৎ লিঙ্গ ছেদনের দ্বারা নপুংসকীকরণ সে যুগে সমাজে প্রচলিত ছিল। 'The Wonder that was India' গ্রন্থে Dr. A.L Basham বলেছেন নপুংসকেরা সমাজে স্বল্পসংখ্যক থাকলেও একেবারে অস্তিত্বহীন ছিল না।[4] বৈদিক যুগে খোজাদের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং সেই খোজাদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল শূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রাচীন ভারতে এই খোজাকরণই ছিল শাস্তির অন্যতম অঙ্গ।

মনুসংহিতা' ধর্মশাস্ত্রের মতো সুপ্রাচীন গ্রন্থে তৃতীয় লিঙ্গের অধিকার ও সামাজিক অবস্থান বর্ণিত হয়েছে। মনুসংহিতা রচিত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যে। আচার্য মনু তাঁর ধর্মশাস্ত্রে স্ত্রী, পুরুষ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে তৃতীয় লিঙ্গ সম্প্রদায়ের মানুষের সামাজিক অবস্থান ও অধিকারের বিষয়টি ব্যক্ত করেছেন। এত প্রাচীন গ্রন্থেও আচার্য মনু তৃতীয়লিঙ্গোৎপত্তির জৈবিক প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করেছেন। যদি পুরুষের বীর্যাধিক্য হয় তাহলে পুত্র সন্তান, স্ত্রীর বীর্যাধিক্য হলে কন্যা সন্তান জন্মায়। আর যদি উভয়ের বীর্য (শুক্র এবং শোণিত) সমান সমান হয়, তাহলে 'অপুমান্' অর্থাৎ নপুংসক জন্মায়।[5] চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে একজন Intersex ব্যক্তির সেক্স ক্রোমোজোম হয় XXY বা XYY। মনু তাঁর ধর্মশাস্ত্রে এই সেক্স ক্রোমোজোমের তারতম্যের বিষয়টি তার মতো করে পুরুষ বা নারীর বীর্যাধিক্য এবং ক্ষীণত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। এত প্রাচীন গ্রন্থেও স্বয়ং ভগবান মনুর এত নিখুঁত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সত্যই তাঁর আধুনিক চিন্তাশীল মনের পরিচয় দেয়। একজন নপুংসক ব্যক্তি কখনোই একজন স্ত্রীর যৌন চাহিদা পূরণ করতে পারে না। তাই সেই নপুংসক ব্যক্তি তার স্ত্রীর কাছে নিষ্ফল অর্থাৎ অকেজো।

মনুসংহিতা ধর্মশাস্ত্রে সমকামীতারও ইঙ্গিত রয়েছে। শুধু তাই নয় সেখানে সমকামিতার শাস্তি স্বরূপ দন্ডবিধানের উল্লেখ রয়েছে। সেখানে বলা হচ্ছে যদি কোন কন্যা অন্য কন্যার যোনিতে আঙ্গুল প্রবেশাদির দ্বারা তার কন্যাত্ব নষ্ট করে তাহলে তার দুইশত পণ অর্থদণ্ড হবে এবং সে দ্বিগুণ শুল্ক দিতে বাধ্য হবে। তাছাড়া তাকে দশ ঘা চাবুক মারতে হবে এমন কথা উল্লেখ আছে।*6 এখানে একজন কন্যার সাথে অন্য কন্যার সঙ্গমের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে এবং তা তৎকালীন সমাজে

অপরাধ বলে গণ্য হওয়ায় শাস্তির বিধানও ধর্মশাস্ত্রে বিহিত হয়েছে। কিন্তু আধুনিক সমাজেও সমকামিতা প্রত্যক্ষ হয়। আধুনিক সমাজ এবং আইন সমকামিতাকে বৈধতা দিয়েছে। তবে গ্রাম বাংলা বা মফস্বল শহরগুলির সাধারণ মানুষ আজও এই সমকামীতাকে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে গ্রহণ করে না।

আমি গবেষণাপত্রের প্রথমদিকে LGBTQ+ বিষয়ে আলোচনা করেছি। সেখানে বলা হয়েছে সকল তৃতীয় লিঙ্গ সম্প্রদায়কে LGBTQ+ এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে সমকামিতা বা উভকামিতা উভয় বিষয়ই LGBTQ+ এর মধ্যে আলোচ্য।

বাৎস্যায়ন তার কামসূত্রে কেবল নারী-পুরুষেরই কাম প্রবৃত্তির বর্ণনা করেছেন তা নয়, তৃতীয়া প্রকৃতির মানুষের আকর্ষণ, তাদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে তিনি বিশদ ভাবে আলোচনা করেছেন। কামসূত্রে বাৎস্যায়ন তৃতীয় লিঙ্গের পারিভাষিক শব্দ হিসেবে' তৃতীয়া প্রকৃতি' (Tṛtīya-Prakṛti) শব্দের ব্যবহার করেছেন। 'প্রথম প্রকৃতি' যদি পুরুষ হয় এবং 'দ্বিতীয় প্রকৃতি' নারী হয়, তাহলে 'তৃতীয় প্রকৃতি' বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে যাদের যৌন আকাঙ্ক্ষা বা যৌন প্রবৃত্তি প্রথম প্রকৃতি বা দ্বিতীয় প্রকৃতির সাথে মেলে না। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান থেকে জানা যায় তৃতীয় লিঙ্গ বা তৃতীয়া প্রকৃতির প্রতিটি সত্তা biologically sexual chromosomes এর কারণে একটি অন্যটির থেকে পৃথক। Intersex ,Crossdresser,Trans sexual, Gender fluid, Hijra-এরা প্রত্যেকেই তৃতীয় প্রকৃতির মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হলেও এদের প্রত্যেকটি সত্তা একটি অন্যটির থেকে ভিন্ন। কামসূত্রে বলা হয়েছে— "ত্রিতীয়ং লিঙ্গং নপুংসকম্"[7], অর্থাৎ তৃতীয় লিঙ্গ বলতে নপুংসককে বোঝায় অথবা যার মধ্যে নারী-পুরুষ উভয়েরই বৈশিষ্ট্য বর্তমান আছে। এখানে নপুংসক শব্দের দ্বারা তিনি জৈবিকভাবে যাদের সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা নেই বা যারা নির্বীজ তাদের কথা কোনভাবেই বলেননি। বরং তিনি ভীষণ সহজ ভাবে সমাজের এমন এক মানবীয় সত্তার উল্লেখ করেছেন যাদের লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্যে পুরুষ বা নারীর সাথে সাদৃশ্য নেই। কামসূত্রে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের সর্বাধিক ব্যাপ্তি লক্ষ্য করা যায় 'ঔপরিষ্টক' বা 'মুখমেহন' অধ্যায়ে। বাৎস্যায়ন মুনির মতে তৃতীয়া প্রকৃতি দুই প্রকার স্ত্রীরূপিনী এবং পুরুষরূপিনী। যে নপুংসকের স্তনাদি কিছু পরিমাণে উদ্গম হয় সে স্ত্রীরূপিনী এবং যাদের দাড়ি- গোঁফ গজায় তারা পুরুষরূপিণী। তিনি তাঁর কামসূত্রে কেবলমাত্র নারী পুরুষের কাম প্রবৃত্তি বর্ণনা করেছেন তা নয়, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের সাথে পুরুষের এবং পুরুষের সাথে পুরুষের কাম নিবৃত্তির উপায়ও তিনি ঔপরিষ্টক অধ্যায়ে (Mouth Congress) স্পষ্ট করে দিয়েছেন। জীবিকাহীন নপুংসকদের জীবিকা লাভের জন্য বাৎস্যায়ন এই রতিক্রিয়ার উপায় বলেছেন। কামোন্মত্ত পুরুষেরা রতি তৃপ্তির বাসনার জন্য স্ত্রীরূপিনী হিজরার সাথে অর্থের বিনিময়ে কামনা চরিতার্থ করবেন। কামসূত্রাকার জীবিকা নির্বাহনের জন্য তৃতীয় প্রকৃতির মানুষদের বেশ্যাবৃত্তির কথা বলেছেন "সা ততো রতিমাভিমানিকীং বৃত্তিং চ লিঙ্গৈৎ, বেশ্যাবচ্চরিতং প্রকাশয়েদিতি স্ত্রীরূপিণী।।"[8]

কৌটিল্য তাঁর 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থের 'বিনয়াধিকারিক' নামক প্রথম অধিকরণে বলেছেন কোন নারীর পতি সন্তান উৎপাদনে ব্যর্থ হলে বা নপুংসক হলে তার পত্নী তাকে পরিত্যাগ করতে পারেন। 'ধর্মস্থীয়ম্' নামক তৃতীয় অধিকরণে ক্লীব বা তৃতীয় লিঙ্গকে পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। তাই এক্ষেত্রে বলা যায় সে যুগে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষেরা নিজস্ব অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। আবার কোন নারীর পতি যদি নপুংসক হয় তবে সেই নারীকে পুনরায় বিবাহের অধিকারও কৌটিল্য দিয়েছিলেন, যদি কেউ কোন ক্লীব বা নপুংসক ব্যক্তিকে অকারণে অপমান করে, তার দন্ড স্বরূপ পণ বা জরিমানার কথাও কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ করেছেন। আবার মৌর্য রাজাদের হারেমের সুন্দরী উপপত্নীদের যারা পাহারা দিতেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন নপুংসক বা খোজা শ্রেণীর ব্যক্তি।

মুঘল হারেমে সুলতানের নির্দেশে নপুংসকেরা দাস হিসাবে সেবায় নিযুক্ত থাকতেন। যেখানে

প্রবেশ নিষিদ্ধ সেই স্থানকে বলা হয় হারেম। বিশেষ করে মহিলাদের আবাসস্থল। হারেমে মূলতঃ রাজাদের উপপত্নী, অন্যান্য মহিলা সদস্যরা পুরো জীবন কাটিসেছেন। এই মুঘল যুগের হারেমের রক্ষানাবেক্ষণ করতো এই নপুংসকরা, এরা ছিল মূলতঃ দাস। নপুংসকেরা হারেমের মুখ্য দরজা পাহাড়া দিত এবং হারেমের সমস্ত ক্রিয়া-কলাপের উপর নজরদারি করতো। হারেমে হাজার হাজার নপুংসককে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হতো। ইসলামে নপুংসক বানানোর প্রথা নিষিদ্ধ। মুঘল আমলে নপুংসকদের দাস হিসাবে ব্যবহার করা হতো এবং তাদের অপমান করা হতো।

কালিকাপুরাণে উল্লেখিত অর্ধনারীশ্বরতত্ত্ব তৃতীয় লিঙ্গকেই নির্দেশ করে। ভাগবত পুরাণে উল্লেখিত নারায়ণের মোহিনী রূপ গ্রহণ রূপান্তরকামী সত্তার অন্যতম প্রতিফলন। মহাভারতের শিখন্ডী চরিত্রটিকে নপুংসক বলে মনে করা হয়, কিন্তু তা সত্যি নয়। তিনি প্রথম পর্যায়ে একজন নারী এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে একজন পুরুষ। মহাভারতের এই চরিত্রটিকে রূপান্তরিত সত্তার বা hormonal Transformation এর অন্যতম উদাহরণ বলা যেতে পারে।

সৃষ্টির শুরু থেকেই পুরুষ ও নারীর মতো তৃতীয় লিঙ্গের অস্তিত্ব ছিল খুবই স্বাভাবিক। বেদ, উপনিষদ্, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে জানা যায় প্রাচীন সমাজও এই তৃতীয় সত্তার অস্তিত্বকে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু সাধারণ স্ত্রী-পুরুষের থেকে ব্যতিক্রমী হওয়ার কারণে তারা সামাজিক বৈষম্যতার শিকার হয়েছিল। এমনকি দেশের নাগরিকের পরিচয় থেকেও তারা বঞ্চিত ছিল। কিন্তু যুগ বদলেছে, 2014 সালের 15 ই এপ্রিল মহামান্য সুপ্রিমকোর্ট এই তৃতীয় লিঙ্গকে 'Transgender' নামে স্বীকৃতি দিয়েছে। National Legal Society Authority (NALSA) তৃতীয় লিঙ্গকে 'Transgender' র মান্যতা দিয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের Article 14, 15 এবং 21 এ সকল নাগরিকদের মধ্যে তৃতীয় সম্প্রদায়কেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 'ট্রান্সজেন্ডার রাইট বিল' 2014 সালের NALSA র বিচারের উপর ভিত্তি করে পাস হলেও পরবর্তীকালে লোকসভায় 2016 সালে 'Transgender of Right Bill' সংশোধন হয়। 2019 সালে 'Protection of Right Bill' Act পাশ হয়। বর্তমানে বিভিন্ন স্কুল কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরির পরীক্ষাতেও তৃতীয় লিঙ্গ সম্প্রদায়ের জন্য অতিরিক্ত সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্রাচীন সমাজের তৃতীয় লিঙ্গের জীবিকা নির্বাহ হতো রাজাদের সুন্দরী উপপত্নীদের প্রহরী রূপে অথবা পুরুষের মনোরঞ্জন করে। কিন্তু আজ তারা সাধারণ মানুষের মতো সমাজের বুকে মাথা উঁচু করে বাঁচছে। বর্তমানে আমরা এমন কিছু উদাহরণ প্রত্যক্ষ করি, যেখানে তৃতীয় সত্তার মানুষকে পথপ্রদর্শক রূপে সমাজ মান্যতা দিয়েছে। জ্ঞান-গরিমা, নৃত্য-কলা-সঙ্গীতে তারা সাধারণের থেকে অনেক ঊর্ধ্বে অবস্থান করছে। এত বিজয়ের পরেও আজও সমাজে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করতে হয়। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সমাজে তারা একেবারেই ব্রাত্য ছিল না। প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থগুলিতে তাদের সামাজিক অবস্থান, জীবিকা ও যৌন প্রবৃত্তি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় ভারতীয় সভ্যতার প্রারম্ভিক যুগ থেকেই সাধারণ নারী-পুরুষের মতো তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের অস্তিত্ব ছিল চিরন্তন সত্য।

Endnotes

1. ঋগ্বেদ 10/90/5
2. ঋগ্বেদ 10/90/12
3. ঋগ্বেদ 10/121/8
4. Another unpleasent feature of ancient civilizations, the eunuch, was also are though not completely unknown"- The wonder that was India Dr.L.Basham
5. মনুসংহিতা 3/49
6. মনুসংহিতা 8/369
7. কামসূত্রম্ 2/9/36
8. কামসূত্রম্ (ঔপরিষ্টক অধ্যায়/4)

Bibliography

- Bandyopadhyay, Sureshchandra, Manusaṃhitā , Ananda Publishers, Kolkata 2015
- Bandopadhyay, Manavendu, Manusaṃhitā ,Sanskrit Pustak Vander, Kolkata, 1419 Bangabda, 3rd Edition
- Bandopadhyay, Manavendu, Kauṭilyiyam Arthaśāstram , Sanskrit Pustak Vander, Kolkata, 2010
- Rangarajan, L., The Arthasastra Ed. & Trans., Penguine Books, New Delhi1990
- Winternitz, Maurice, History of Indian Literature, Oriental Books, New Delhi, 1972
- Mukherjee Pandey, A Gift of Goddess Lakshmi, Penguin random house India,Delhi, 2017
- Yarhouse Mark, Sextual Identity, Press of Americs,Lanham, 2017
- Kane, P. V. History of dharmaśāstra, Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, 1968.
- Kumar, Pushpendra. (Ed.) Hindū Dharmaśāstra, Nag Publishers, Delhi, 2011.
- Bandopadhyay, Manavendu, kāmasūtram, Sanskrit Pustak Vander,Kolkata, 2019, 4th Edition

Web sources

- /https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b49d9488c4000-882c-2c386a041a07
- /https://en.m.wikipedia.org/wiki/LGBT rights in India
- /https://prsindia.org/billtrack/the-transgender-persons-protection-of--bill-2016
- /https://www.legalserviceindia.com/legal/article-6958-rights-of-transgender-under-thesystem.htmlJan-legal/https://nyaaya.org/resource/guide-on-the-rights-of-transgender rightspersons-in-india/

———